দৈনিক জনকণ্ঠ

APR. 06 2002

কুড়িগ্রামে ৯ কোটি টাকার বরাদ্দ বাতিল হচ্ছে

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের কর্মকর্তাদের দুর্নীতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কুড়িগ্রাম ॥ জেলার ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার খামখেয়ালির কারণে ২০০০-২০০১ অর্থবছরের ৫৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বরাদ্দ প্রায় নয় কোটি টাকার বাজেট বাতিল হবার উপক্রম হয়েছে। স্থানীয় ঠিকাদাররা সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিরুদ্ধে মামলার রায় পেলেও কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন অজুহাতে কার্যাদেশ প্রদান বিলম্ব করছে। ঘটনার এক বছর পেরিয়ে গেলেও কোন সুরাহা হয়নি। ফলে আগামী জুন মাসের মধ্যে কাজ শুরু না হলে রাজস্ব খাতের ঐ টাকা ফেরত যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, এক বছর আগে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট কুড়িগ্রাম জোন নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের নামে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার, মেরামত ও পুনর্নির্মাণ কাজের জন্য একটি দরপত্র আহ্বান করে। এতে তিন কক্ষবিশিষ্ট একতলা ভবন নির্মাণ ২৬টি, সিঁড়ি ঘরসহ বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ কাজ ১৪টি ও দুই ইউনিটের মাদ্রাসা ও পাকা পায়খানা নির্মাণ ১৪টি এবং রিপিয়ারিং ভবন নির্মাণ একটিসহ মোট ৫৫ গ্রুপের কাজ ছিল।

ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের ঠিকাদাররা এই সব কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দরপত্র দাখিল করে। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে লটারীর মাধ্যমে কাজগুলোর বরাদ্দ দেয়। তখন ঐ সব বরাদ্দ কাজ ত্রুটিপূর্ণ এ অভিযোগ এনে বিভিন্ন পত্রিকায় ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হলে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের প্রধান প্রকৌশলীর এক সার্কুলারের মাধ্যমে ঐ প্রকল্পের বরাদ্দ কাজগুলো স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ফলে বিপাকে পড়েন সাধারণ ঠিকাদাররা। তাঁরা কুড়িগ্রাম জজকোর্টে কার্যাদেশের স্থগিতের ব্যাপ্যারে মামলা দায়ের করেন। এতে আদালত কার্যাদেশ স্থগিত অবৈধ বলে রায় দেন কিন্তু ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ মামলাটি তাদের 'প্রেসটিজ' ইস্যু মনে করে হাইকোর্টে রিট করে। আগামী মে-জুন নাগাদ ঐ সব কার্যাদেশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে। সরকারী রাজস্ব ফেরত যাবে।

স্থানীয় ঠিকাদাররা জানান, ফ্যাসিলিটিজ কুড়িগ্রাম জোনের কিছু দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা আরও বলেন, নয় কোটি টাকার ৫৫টি প্রকল্পের কাজ বাতিল করলে তাঁরা আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। সেই সঙ্গে ব্যাহত হবে জেলার উন্নয়ন। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের এক কর্মকর্তা জানান, আইনের সিদ্ধান্ত না হলে তাঁরা কিছুই করতে পারবেন না।